হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি - ৬

নুরুল্লাহ্ মাসুম

আজকে লেখার শুরুতে দিগন্ত এবং তাঁর সাথীদের একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। সম্প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাইফুল ও সানোয়ারের সরকারী বরাদ্দপ্রাপ্ত জমি বেদখল হয়ে গেছে এবং তাঁরা দু'জন পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। এবিষয়ে দৈনিক প্রথম আলো'র ১৩, ১৪ ও ১৫ অক্টোবরের রিপোর্ট দেখার অনুরোধ রইল, যদি সেগুলো পড়ে না থাকেন। রিপোর্টগুলো নিচের লিঙ্কে গেলে পাওয়া যাবেঃ
http://www.prothom-alo.net/newhtmlnews/category.php?CategoryID=1&Date=2003-10-13&filename=13h3

http://www.prothom-alo.net/newhtmlnews/category.php?CategoryID=1&Date=2003-10-14&filename=14h3

http://www.prothom-alo.net/newhtmlnews/category.php?CategoryID=1&Date=2003-10-15&filename=15h9

সাইফুল এবং সানোয়ার জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় এবং এদের জন্যই বাংলাদেশ আইসিসি চ্যাম্পিয়ান হয়ে প্রথমবারের মত বিশ্বক্রিকেটে খেলার সুযোগ পায়। তাদের কৃতিত্বের জন্য আওয়ামী লীগ সরকার জমি বরাদ্দের ঘোষণা দেয় এবং বিএনপি সরকার সে জমি হস্তান্তর করে। এটাও আমাদের দেশে একটা বিরল উদাহরণ(সাধারণত এক সরকারের সিদ্ধান্ত অন্য সরকার মানে না)। সেই জমি বেদখলতো হলই, উপরন্তু জাতীয় খেলোয়াড়দ্বয় পুলিশী নির্যাতনের শিকার হলেন। আপনারা এখানে কোন অবিচার দেখতে পান কি? আমার বিশ্বাস যদি এদের মধ্যে একজন হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খৃস্টান হতেন, তবেই আপনারা ই-পত্রিকায় সমস্বরে চিৎকার শুরু করেদিতেন এবং বলতেন "দেখো সংখ্যা লঘুদের নির্যাতন এখন পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে সমতলেও নেমে এসেছে"।

এটা হলো এপর্বের আলোচনার প্রারম্ভ। এবার আসা যাক আসল কথায়।

ষষ্ঠ পর্বে দিগন্ত বলেছেন ১৮৮৫ থেকে ১৯৩১ সালের বাংলার ইতিহাস পড়তে। দিগন্ত আপনার কি ধারনা আপনি ছাড়া আর কেউ ইতিহাস পড়েনি? আপনি যে সময়টার কথা বলছেন, সে সময়ে যে সকল মুসলমান আপনার ভাষায় "আরব বেদুইন আরব দাস" তথাকথিত "নতুন ভাষা" তৈরীর কথা বলেছিল, আপনি কি জানেন ওরা কারা? অবশ্যই জানবেন, না জানলে বিপক্ষে কথা বলা যায় না। সে সময়টা ছিল বৃটিশদের এবং "ওরা" ছিল বৃটিশদেরই তৈরী দালাল। বৃটিশের "ডিভাইড এ্যান্ড রুল" নীতি ধরেই তারা সেদিন "ওদের" তৈরী করেছিল। যেমনটি তারা তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলার এক পর্যায়ে আমদানী করেছিল তাদের দুই এজেন্ট গান্ধী ও জিন্নাহ কে। আপনি বাংলায় আগত আরবদের বলেছেন "দাস"। বলিহারী আপনার ইতিহাস জ্ঞান দেখে। হাসবো না কাঁদবো ভাবছি। বাংলায় বৃটিশ আগমনের প্রায় হাজার বছর আগে আরবরা এদেশে বানিজ্যের উদ্দেশ্যে এসেছিল, কারো দাস হয়ে হয়ে নয়। পরবর্তীতে তুর্কি, পারসী, আফগানরাও শত শত বছর ধরে বাংলা তথা পুরো ভারত শাসন করেছে শাসক হিসেবে, আর আপনি তাদের বলছেন দাস! আপনাদের "গুরু" বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কাদের কাছ থেকে বাংলার শাসন ছিনিয়ে নিয়েছিল? সেও মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে। বাংলার কথাই বলি, শেষ নবাব সিরাজ উদ্দৌলা হিন্দু ছিলেন বলবেন না নিশ্চয়ই। নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল যে মীর জাফর, সেও ছিল মুসলমান; তবে এদের পেছনে ছিল চতুর জগৎ শেঠ, উমি চাঁদের মত বাঘা বাঘা হিন্দু ব্যবসায়ী। আসল কথা হচ্ছে মুসলমানরা বাংলায় দাস হয়ে আসেনি, এসেছিল যোদ্ধা বেশে, ব্যবসায়ী হিসেবে। সময়ের প্রয়োজনে তারা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। কত আর অসত্য কথা বলে গল্পের প্লট বানাবেন?

বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষার অনুপ্রবেশ সেই আদিকাল থেকে। মধ্যপর্যায়ে আরবী ফারসী অনুপ্রবেশ করেছে সত্য, তাতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে কি? ইংরেজী শব্দও আমাদের ভাষায় মিশে গেছে, আর এখন মিশছে হিন্দি। এ পর্যায়ক্রমিক ধারা চিরকাল ধরে চলে আসছে, চলবে। ইংরেজী ভাষাও(আপনাদের রাজকীয় প্রভুর ভাষা) এ থেকে মুক্ত নয়, উদাহরণ আমার

আগের লেখায় দিয়েছি। মুক্ত মনা বলে দাবী করছেন, প্রকৃত অর্থে মুক্তমনা হতে চেষ্টা করুন। আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি বিনা ক্রেডিট কার্ডেও আজকাল ভাল স্পেস নিয়ে ওয়েব সাইট বানানো যায়। আপনিও করতে পারেন ইচ্ছে করলে।

আপনার ধারাবাহিক লেখার একটা বিষয়ে আপনি একমত হচ্ছি এবারে। জিয়া সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে আমি একমত। তবে "রফিকুল ইসলাম নামে এক মুক্তিযোদ্ধা" বলে মেজর রফিক-কে একটু হেয় করেছেন বলে আমার মনে হয়েছে। অথবা মেজর রফিক সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই বলে এমনটি বলেছেন বলে মনে হয়। ইনি হচ্ছেন সেই মেজর রফিক, যিনি রাতের অন্ধকারে দূর থেকে মেজর জিয়াকে চিনতে পেরেছিলেন বলে জিয়া প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন, এবং সিনিয়ার হিসেবে মেজর জিয়াকে সেনাবাহিনীর পক্ষথেকে পাকিস্তান সরকারের প্রতি বিদ্রোহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ্য, মেজর রফিক সেনাবাহিনীর সদস্য হলেও সে সময়ে ইপিআর বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস নামক প্যারামিলিশিয়ায় ডেপুটেশনে ছিলেন। তিনি বিজ্ঞ বলে বুঝতে পেরেছিলেন বিদ্রোহ করতে হলে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হয়, কোন প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীর বিদ্রোহ নয়। এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে "এ টেল অব মিলিয়নস" পড়ে দেখতে পারেন।

জেড ফোর্স জিয়া তৈরী করেছেন বলে যে কথা বলেছেন, সেটা সঠিক নয়। জেড ফোর্স জিয়া তৈরী করেন নি, করেছিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার, প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম এ জি ওসমানীর পরামর্শে। সে সময়ে শুধু জেড ফোর্সই ছিল না, আরো ছিল কে-ফোর্স এবং এস ফোর্স। আসল কথা হচ্ছে পুরো মুক্তি বাহিনী ছিল প্রধান সেনাপতি ওসমানীর অধীনে। মুক্তি বাহিনীর সব সদস্য নিয়মিত সেনা ছিল না বলে সেনা সদস্যদের নিয়ে সে সময়ে সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছিল এবং বোধ করি আপনি জানেন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ছিলেন মেজর আব্দুর রব। আর তিনটি "ফোর্স" গঠন করা হয়েছিল সেনা প্রধানের অধীনে তিনটি "ব্রিগেড" হিসেবে। এই তিন ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন সে সময়ের তিন সিনিয়ার মেজর যথাক্রমে জিয়া, শফিউল্লাহ এবং খালেদ মোশারফ। আর সেনা সদস্য নন এমন মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রনের জন্য পুরো দেশটাতে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। এছাড়া মেজর জিয়ার ভুমিকা নিয়ে আপনি যা বলতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে এখনো বিতর্ক আছে, কেউ কেউ মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাকের সাথে তার একটা ভাল যোগাযোগ ছিল। আর সে সন্দেহ আরো ঘনিভূত করেছেন স্বয়ং জিয়া রাষ্ট্রপতি হবার পরে স্বীয় কার্যক্রম দ্বারা। এ বিষয়ে আর বেশী আলোচনা দরকার আছে বলে মনে হয় না।

জিয়া রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হয়ে পাহাড়ী সমস্যা আরো ঘনীভূত করে তুলেছেন, সে বিষয়েও আমি একমত। এবার আসুন দেখি কে এই জিয়া। ৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যে জিয়ার আচরণ খোদ প্রধান সেনাপতির মনপুত ছিল না, বলা যায় জিয়া একপ্রকার স্বেচ্ছাচারী সেনাপতি হিসেবে কাজ করতেন, তার যোগাযোগ ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দার মোশতাকের সাথে, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিনকে ডিঙ্গিয়ে। এই মোশতাক যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত চেয়েছিল পাকিস্তানের সাথে কমপক্ষে একটা শিথিল ফেডারেশন করে হলেও টিকে যেতে এবং যুদ্ধবিরতি টানতে। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন এর দূরদর্শীতায় সেটা সেসময়ে সফল হয়নি। পরবর্তীতে মোশতাক যখন দেশের স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি ৭১ এর জিয়ার কথা তিনি ভুলে যান নি এবং সেনা প্রধান হিসেবে তাকে নিয়োগ দেন। যোগ্য সেনা প্রধান পরবর্তীতে কৌশলে স্বীয় নিয়োগদাতাকে হটিয়ে বহু রক্ত ঝরানো নাটক মঞ্চস্থ করে অবশেষে ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। চতুর রাষ্ট্রপতি ৭১ এবং ৭৫ এ নিজের বস ওসমানীকে কায়দা করে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে "গোহারা" হারিয়ে রাজনীতি থেকে একপ্রকার নির্বাসিত করে দেন। এহেন জিয়া যে গোষ্ঠীর মদদে ক্ষমতায় এসেছিলেন সেই গোষ্ঠী কি আপনাদের অপরিচিত? কারা ওরা? আপনারা কি জানেন না? যাদের পঞ্চ আঙ্গুলী হেলনে আজ আপনারা দেশটাকে তালেবানী বানাবার চেষ্টায় লিপ্ত, সেই গোষ্ঠীই ছিল জিয়ার আশীর্বাদক। ওরা জানে কাঁটা দিয়ে কিভাবে কাঁটা তুলতে হয়। আপনার সেখানে পুতুল নাচের "পুতুল" মাত্র।

সেই জিয়া, আপনাদের জ্ঞাতী ভাই(রাগ করলেন?) যখন আপনাদের উপর অত্যাচার করান তার আর্মী দিয়ে, তখন সে দায় ভার সাধারণ মুসলমানদের উপর চাপান কেন ভাই? সাধারণ মানুষও সেখানে "পুতুল" বৈ অন্য কিছু নয়। আপনিও বিষয়টি জানেন, জেনে শুনেই আর্মীর কাজের দায়ভার "এছলামী জোসওয়ালা"দের কাজ বলে চালিয়ে দেন, কেননা এতে করে দেশটাকে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে আপনার প্রভুদের পতিপক্ষ বানাতে সুবিধে হয়। প্রসংগক্রমে বলছি ৭১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত জাসদকে পেটানোর উদ্দেশ্যে মুজিববাদীরা অপকর্ম করে চলে যাবার সময় জাসদের শ্লোগান "একশন একশন-ডাইরেক্ট একশন" ব্যবহার করত। এমন কাজ জাসদও করেছে আওয়ামীগারদের বেকায়দায় ফেলার প্লট তৈরী করতে।

আপনারাও করছেন। কথাগুলো খারাপ লাগবে বৈকি। কথাটার শেষ টানতে বলতে চাই এমন করে আপনাদের প্রভুরা ইসলামকে ধ্বংশ করতে ইসলামকেই ব্যবহার করছে, সেখানে গুটি কয়েক "পুতুল" অবিরত নেচে যাচ্ছে মাত্র।
সব সমাজে, সব জাতে কিছু সংখ্যক উগ্রবাদী সব সময়ে থাকে। সেটা কারো চক্রান্তের ফসল হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। সে কারনে সেই জাত বা সেই সমাজটকে পুরো দোষী সাব্যস্ত করা কি যুক্তিযুক্ত? বিশেষত আপনাদের মত জ্ঞানী লোকেরা যখন একাজটা করে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাই " ডালমে কুচ কালা হ্যায়"।
সবাই ভাল থাকুন।

দুবাই, ১৫-১০-২০০৩